

নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম ও আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরুর আহমদ খলীফাতুল মসীহ আল্ খামেস (আই.) গত ২রা অক্টোবর, ২০২৬ তারিখে যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডস্থ মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত জুমু'আর খুতবায় হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর আল্লাহ্র প্রতি ভরসা সংক্রান্ত বিভিন্ন ঘটনা বর্ণনা করেন।

তাশাহুদ, তা'উয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর প্রতি তাঁর শৈশবকাল থেকেই আল্লাহ তা'লা যে অনুগ্রহ বর্ষণ করেছেন তার বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি (আ.) লিখেছেন,

“প্রায় ত্রিশ বছর আগে আমার শ্রদ্ধেয় পিতা (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহমত বর্ষণ করুন) জীবনের শেষ পর্যায়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন। যে দিন তাঁর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের জন্য নির্ধারিত ছিল সেদিন দুপুরে আমি এই এলহাম লাভ করি, ‘ওয়াস্ সামায়ে ওয়াত্ তারেক’ অর্থাৎ, আকাশের শপথ এবং রাতে আত্মপ্রকাশকারীর। একই সাথে আমার অন্তরে এই ধারণার উন্মেষ ঘটানো হয় যে, এটি তাঁর মৃত্যুর ইঙ্গিত বহন করছে এবং এর অর্থ হলো, ‘আমি আকাশের শপথ করছি এবং সেই মর্মান্তিক ঘটনার শপথ করছি যা সূর্যাস্তের পর ঘটবে।’

এটি ছিল মহান আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তাঁর এক নগণ্য বান্দার প্রতি সমবেদনা-বার্তা। ... এরপর, ঠিক সূর্যাস্তের সময়ই তিনি এই নশ্বর জগৎ থেকে বিদায় নেন... এটিই ছিল আমার প্রাপ্ত এলহামের মধ্যে সর্বপ্রথম এলহাম এবং প্রথম ভবিষ্যদ্বাণী যা আল্লাহ আমার কাছে প্রকাশ করেছিলেন। ... যাদের অন্তরে শয়তানি প্রবৃত্তি প্রবল তারা হয়তো একথা ভেবে অবাক হবে যে, সর্বশক্তিমান আল্লাহ কীভাবে কাউকে এমন সম্মান দিতে পারেন— যেখানে তিনি তাঁর পিতার মৃত্যুকে এক বিশাল আঘাত হিসেবে উল্লেখ করে তার নামে শপথ করেন! কিন্তু আমি আবারও সেই মহা সম্মানিত ও মহামহিমাবিত আল্লাহ্র নামে শপথ করে বলছি, এ ঘটনাটি সত্য এবং স্বয়ং আল্লাহ আমাকে সমবেদনা জানিয়ে এ বিষয়ে অবহিত করেছিলেন এবং বলেছিলেন, ওয়াস্ সামায়ে ওয়াত্ তারেক।

হযূর (আ.) বলেন, যখন আমি সংবাদ পাই যে, সূর্যাস্তের পর আমার পিতা মৃত্যুবরণ করবেন, তখন মানুষ হিসেবে সেই সংবাদ শুনে আমি ব্যথিত হই। এছাড়া আমাদের জীবিকার প্রধান উৎসগুলো তাঁর জীবনের ওপরই নির্ভরশীল ছিল। তিনি ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে পেনশন এবং এককালীন বড়ো অঙ্কের অর্থ (গ্র্যাচুইটি) পেতেন, যা তাঁর বেঁচে থাকার ওপরই নির্ভরশীল ছিল। তাই আমার মনে এই চিন্তার উদ্বেগ হয় যে, তাঁর মৃত্যুর পর কী হবে! মনের মাঝে এই উদ্বেগ জাগে যে, হয়তো আমাদের অভাব-অনটন ও কষ্টের দিন দেখতে হবে। বিদ্যুত চমকের মতো এক মুহূর্তের মধ্যে এসব দুশ্চিন্তা আমার মনে উদয় হয়। ঠিক সেই মুহূর্তে আমার তন্দ্রাভাব হয় এবং আমি আরেকটি ওহী লাভ করি, ‘আলাইসাল্লাহ্ বেকাফিন আন্দাহ্’। অর্থাৎ, “আল্লাহ কি তাঁর বান্দার জন্য যথেষ্ট নন?” আল্লাহ্র পক্ষ থেকে প্রাপ্ত এই ওহী আমার হৃদয়কে এমনভাবে শক্তিশালী করে যেভাবে কোনো গভীর ও যন্ত্রণাদায়ক ক্ষতে মলম লাগানোর সাথে সাথেই নিরাময় হয়ে যায়। বাস্তবতা হলো, বারবারই প্রমাণিত হয়েছে যে, ঐশীবাণীতে এক প্রশান্তিদায়ক সহজাত গুণ রয়েছে। এই গুণের মূলে রয়েছে সেই দৃঢ় বিশ্বাস যা খোদাপ্রদ ওহীর বিষয়ে মানুষের মনে সৃষ্টি হয়।

তিনি (আ.) বলেন, মোটকথা আমার প্রতি যখন ‘আলাইসাল্লাহ্ বেকাফিন আন্দাহ্’ ওহীটি হয় তখনই আমি বুঝতে পারি, আল্লাহ আমাকে কখনোই ব্যর্থ বা ধ্বংস হতে দেবেন না। তখন

আমি কাদিয়ানের বাসিন্দা মালাওয়ামাল নামের এক হিন্দু ক্ষত্রীকে— যে এখনো জীবিত আছে— সেই এলহামটি লিখে দিই এবং তাকে পুরো ঘটনাটি শোনাই। আর তাকে অমৃতসরে পাঠাই, যাতে হেকিম মৌলভী মুহাম্মদ শরীফ কালানোরীর মাধ্যমে এটি কোনো রত্নপাথরে খোদাই করে আর্থটি বানিয়ে নিয়ে আসে। আর আমি এই কাজের জন্য ওই হিন্দুকে কেবল এই উদ্দেশ্যেই নির্বাচন করেছিলাম যাতে সে এই মহান ভবিষ্যদ্বাণীর সাক্ষী থাকে এবং মৌলভী মুহাম্মদ শরীফও সাক্ষী থাকেন। অতঃপর উক্ত মৌলভী সাহেবের মাধ্যমে সেই আর্থটি মাত্র পাঁচ রুপি ব্যয়ে তৈরি হয়ে আমার কাছে এসে যায়, যা এখনও আমার কাছে সংরক্ষিত আছে।” আর আল্লাহর কৃপায় আজ অবধি এটি সংরক্ষিত আছে।

মসীহ মওউদ (আ.) বলেন, এই এলহামটি আমি এমন এক সময়ে লাভ করি যখন আমাদের জীবন ও জীবিকার উপকরণগুলি সম্পূর্ণরূপে আমার পিতার স্বল্প আয়ের ওপর নির্ভরশীল ছিল। এমনকি বাইরের একজন মানুষও আমাকে চিনতো না, কারণ আমি ছিলাম কাদিয়ানের মতো নির্জন একটি গ্রামের অপরিচিত একজন মানুষ। এর পরে আল্লাহ তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে এক জগতকে আমার প্রতি আকৃষ্ট করেন এবং এমন ধারাবাহিকভাবে আমাকে আর্থিক সাহায্য করেন যার জন্য আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার ভাষা নেই। আমার শোচনীয় অবস্থার প্রেক্ষিতে মাসে দশ টাকাও আমার কাছে আসবে বলে আমি আশা করি নি। কিন্তু সেই সর্বশক্তিমান আল্লাহ, যিনি দরিদ্রকে ধূলিকণা থেকে উন্নতি দান করেন এবং অহংকারীকে ধুলায় মিশিয়ে দেন, তিনি আমাকে এতটা সাহায্য করেছেন যাতে আমি আত্মবিশ্বাসের সাথে বলতে পারি, এখন পর্যন্ত প্রায় তিন লাখ টাকা বা সম্ভবত এর চেয়ে বেশি অর্থ এসেছে। ... তাই এই ভবিষ্যদ্বাণীটি কীরূপ স্বচ্ছতা, শক্তিমত্তা ও মহিমার সাথে পূর্ণ হয়েছে তা লক্ষ্য করার মতো। (হকীকাতুল ওহী, পৃ: ২৬৫-২৬৮, ইংরেজি)

হযূর (আই.) বলেন, অ-আহমদীরাও হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর তাওয়াঙ্কুল আলাল্লাহ তথা আল্লাহর প্রতি ভরসার সাক্ষ্য দিয়েছেন। একবার, কেউ একটি বৈঠকে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-কে অপমান করার চেষ্টা করছিল আর সেখানে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর আদালতের মামলার একজন আইনজীবীও উপস্থিত ছিলেন। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বলেন, একটি মামলায় তিনি হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-কে একটি অসত্য বক্তব্য দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন। আর সেই আইনজীবী মৌলভী ফযল দীন সাহেব বলেন, তিনি অনেক বিখ্যাত মানুষকে আদালতে অসত্য বক্তব্য দিতে দেখেছেন কিন্তু হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কখনোই সত্য পরিত্যাগ করেন নি। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কখনই আইনজীবীর ক্ষমতার ওপর ভরসা করেন নি বরং তার ভরসা সর্বদা আল্লাহর ওপরই ছিল।

হযূর (আই.) বলেন, হযরত মসীহ মওউদ (আ.) একবার বলেন, তোমাদেরকে উপায় ও উপকরণ ব্যবহার করতে নিষেধ করা হয় নি, তবে সেগুলোর ওপর নির্ভর করতে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ পরিশেষে আল্লাহ যা চান তা—ই হবে। কেউ যদি আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থাশীল হওয়ার শক্তি রাখে তবে তা হবে সন্দেহাতীতভাবে সর্বোত্তম নির্ভরতার স্থল। (আমাদের শিক্ষা, পৃ: ৮ বঙ্গানুবাদ)

হযূর আনোয়ার (আই.) আরও উল্লেখ করেন, হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন, ‘দোয়ার মাধ্যমে রোগ নিরাময়ের বিষয়ে আমার বিশ্বাস এতটাই গভীর যে, তা ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভব নয়। চিকিৎসক চেষ্টা করেন ঠিকই, কিন্তু একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ে গিয়ে তিনি থেমে যান এবং হতাশ হয়ে পড়েন; অথচ আল্লাহ দোয়ার মাধ্যমে তার চেয়েও অনেক দূর পর্যন্ত পথ খুলে দেন।

আল্লাহকে জানা এবং তাঁর ওপর ভরসা করার অর্থ হলো, মানুষের নির্ধারিত সীমার বাইরে গিয়েও প্রত্যাশা ও আশা রাখা; অন্যথায়, মানুষ জীবিত থেকেও যেন মৃত অবস্থায় দিন কাটায়। এখান থেকেই মহান আল্লাহর প্রকৃত পরিচয় বা উপলব্ধি শুরু হয়।’ (মলফুযাত, ইংরেজি অনুবাদ, ৭ম খণ্ড, পৃ: ২৪৪)

এর ব্যাখ্যায় হযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, হযরত মসীহ মওউদ (আ.) শিক্ষা দিয়েছেন যে, প্রয়োজনীয় ও উপলব্ধ উপায়-উপকরণ অবশ্যই ব্যবহার করা উচিত। তবে মূল বিষয়টি হলো সেই উপায়-উপকরণের ওপর ভরসা করা যাবে না। বরং আল্লাহর ওপর মানুষের পূর্ণ আস্থা থাকা উচিত এবং এ বিশ্বাস রাখা উচিত যে, তিনিই সেসব উপায়-উপকরণকে ফলপ্রসূ ও কার্যকর করে তোলেন। উল্লেখ্য, যখনই প্লেগ মহামারী ছড়িয়ে পড়ত তখন হযরত মসীহ মওউদ (আ.) উপলব্ধ উপায়গুলো অবলম্বন করতেন যেমন, বাড়িঘর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা, ধোঁয়া বা জীবাণুনাশক ব্যবহার করা এবং অন্যান্য চিকিৎসা পদ্ধতি গ্রহণ করা। তিনি বলতেন, আল্লাহ যেসব উপায়-উপকরণ দিয়েছেন তা ব্যবহার করা মূলত তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশেরই একটি মাধ্যম। সেই উপায়গুলো ব্যবহারের মাধ্যমেই মানুষ আল্লাহর ওপর এই ভরসা স্থাপন করে যে, তিনিই সেগুলোকে কার্যকর করে তুলবেন।

হযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর মৃত্যুর কয়েক বছর আগে তাঁর খুব কাশি হয়েছিল। হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)-র প্রতি তাঁকে ঔষধ সেবন করানোর দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল। তিনি (রা.) উপযাচক হয়ে কখনো কখনো হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-কে খাদ্যাভ্যাস বা পথ্য বিষয়ক পরামর্শও দিতেন। কাশি মাঝে মাঝে এতটাই তীব্র হতো যে, মনে হতো তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। একদিন কেউ একজন হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর জন্য উপহারস্বরূপ কিছু ফল নিয়ে আসেন। সেই ফলগুলোর মধ্যে থেকে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) একটি কলা বেছে নিয়ে হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)-কে জিজ্ঞেস করেন, ‘কাশি থাকা অবস্থায় কলা খাওয়া কেমন হবে?’ উত্তরে হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন, এটি সমীচীন নয়। একথা শুনে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) মৃদু হেসে কলার খোসা ছাড়ান এবং তা খেতে শুরু করেন। তখন হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) তাঁকে এটি না খাওয়ার জন্য অনুরোধ করেন, কিন্তু তিনি (আ.) সেটি খেতে থাকেন এবং বলেন, আল্লাহ তাঁকে জানিয়েছেন তাঁর কাশি সেরে গেছে। সেই মুহূর্ত থেকেই তাঁর কাশি আর ছিল না। এক মাস যাবত বিভিন্ন ঔষধ দিয়ে চিকিৎসা করেও কোনো সুফল পাওয়া যাচ্ছিল না, অথচ কলাটি খাওয়ার সাথে সাথেই তাঁর কাশির সমস্যা দূর হয়ে যায়। এই উদাহরণটি প্রমাণ করে যে, শেষ পর্যন্ত এসব বিষয় কেবল আল্লাহর হাতেই ন্যস্ত।

খুতবার এ পর্যায়ে হযূর (আই.) বলেন, আগামীতে তিনি এ বিষয়ে আলোচনা অব্যাহত রাখবেন। খুতবার শেষের দিকে হযূর (আই.) পশ্চিমবঙ্গের ভরতপুর নিবাসী শ্রদ্ধেয় মুহাম্মদ আতাউর রহমান সাহেব এবং ইন্দোনেশিয়ার শ্রদ্ধেয়া খাদিজা সিদ্দিকা পন্টো সাহেবা ও শ্রদ্ধেয় আব্দুল জলীল সাহেবের সৎক্ষিপ্ত স্মৃতিচারণ করেন এবং তাদের আত্মার মাগফিরাত ও শান্তি কামনা করে দোয়া করেন আর তাদের শোকসন্তপ্ত পরিবারের সবরে জামীলের জন্যও দোয়া করেন।

প্রিয় পাঠকবৃন্দ! হযূরের খুতবা সম্পূর্ণ শোনার কখনোই কোনো বিকল্প নাই, সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে আমরা খুতবার সারাংশ উপস্থাপন করছি মাত্র। আপনাদেরকে হযূরের পুরো খুতবাটি শোনার অনুরোধ রইল। হযূরের খুতবাটি পুরো শুনতে পাবেন আমাদের এমটিএ’র নিয়মিত ওয়েবসাইট অর্থাৎ, www.mta.tv এবং আমাদের কেন্দ্রীয় বাংলা ওয়েবসাইট www.ahmadiyyabangla.org-এ।

(সূত্র: কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক লন্ডনের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতকৃত)